# পাঠক ফোরাম

## জনগণ কী চায়...

দেশের সরকারদলীয়, বিরোধী-দলীয় নেতা, বড় বড় আমলা জনগণের কল্যাণ করার জন্য নাকি ব্যাকুল! জনগণের কল্যাণের জন্য পাগল হয়ে একে অপরকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন এবং জনগণের কল্যাণ সম্পর্কিত কথা বলেন! আসলেই কী তাই? তারা তো জনগণকে পুঁজি করে আন্দোলন চাঙা করতে চান, নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে চান। সরকারদলীয়রা বলে জনগণ তাদের পক্ষে, বিরোধী দল বলে জনগণ তাদের চায়। কিন্তু আসলে জনগণ কী চায় তারা কি তা জানেন? জানার চেষ্টা করেন? জনগণ তো চায় দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বন্ধ হোক। কারণ বর্তমান সব সমস্যার মূল হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

**ফরহাদ হোসেন বিপু, মজুমদার বাড়ি, পশ্চিম কাফরুল, তালতলা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা**

## সাবাস বাংলাদেশ

আমরাও পারি অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে হারাতে। এই সূর্যোদয় দেখার অপেক্ষা করে বসে ছিলাম কতো দিন? আজ টাফ নদী সাক্ষী হয়ে রইলো। সোফিয়া গার্ডেনে নতুন এক ইতিহাস রচিত হলো। আমরা শুধু খেলার জন্য খেলি না। আজ আর এ অপবাদ দিতে পারবেন না ডেভিস হক্সের মতো ক্রিকেটবোদ্ধারা। আমরাও জয়ের আশা নিয়ে মাঠে নামি এবং জয়ও করি। ১৮ জুন রাতে সারা দেশের মানুষ কতোটা আনন্দ করেছে বা কতোটা খুশি হয়েছে তা হয়তো মিডিয়ার কল্যাণে দেখেছে সারা বিশ্ব। টাইগারদের গর্জন শুনেছে বিশ্ব। এই গর্জনে আমরাও আনন্দিত। সারা দেশের মানুষ হাই ফাইভ দিচ্ছেন, কেউবা স্নায়ুর চাপ ধরে রাখতে না পেরে আনন্দ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছেন। তাই আমরা আশা করি, সারা বছর যেন এ রকম সাফল্য ধরে রাখতে পারেন আমাদের ক্রিকেটাররা। দেশের ক্রিকেটপাগল মানুষের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোচ, নির্বাচক, ম্যানেজার ও খেলোয়াড়দের।

**রফিকুল ইসলাম মাহী**
**পশ্চিম চৌকিদেখী, সিলেট**

## আদভানিকে দেখে শিক্ষা নিন

সম্প্রতি পাকিস্তান সফরকালে কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের প্রধান হিসেবে বিজেপি সভাপতি এলকে আদভানি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) অভিধা দেন। এই বক্তব্যে পাকিস্তান খুশি হলেও ভারতে এ নিয়ে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পরে আদভানি ভারতে ফিরে আসার পর তার ওই বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবিতে মুখর দলীয় নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। এ প্রেক্ষিতেই আদভানি দলীয় সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেও তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেননি। জিন্নাহর ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আদভানি নিজের বক্তব্যের প্রতি অটুট থেকে দলীয় সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ ঘোষণা করে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আমাদের নেতা- নেত্রীরা অহরহ অসত্য কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে বেড়ান অথচ মন্ত্রিত্ব বা দলীয় পদ থেকে পদত্যাগের কথা ভুলেও ভাবেন না। নীতি নিয়ে কারো ন্যূনতম সুনীতি নেই। তাদের জন্য আদভানির মতোন কট্টর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক নেতার পদত্যাগের ঘটনা শিক্ষণীয়ই বটে, বিশেষত এ দেশের নেতা-কর্মীদের। যারা কোনো শিক্ষা নিতেই অবশ্য ভালোবাসেন না- যতটা বাসেন দুর্নীতি আর ক্ষমতায় যেতে।

**ফারহানা আফরোজ মুক্তা, আবদুল্লাহ আল মোহন আজহারউদ্দিন, মোহসীন, কাটাসুর, ঢাকা**

## ৩০ বছর পূর্তি

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ডয়চে ভেলে একটি আন্তর্জাতিক বেতার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গত ত্রিশ বছর ধরে বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে। ডয়চে ভেলে জার্মান রেডিও বন থেকে প্রচারিত এ অনুষ্ঠান শোনা যায় প্রতিদিন সকালে বাংলাদেশ সময় ৭টা আর ভারতীয় সময় সাড়ে ৬টায়। অনুষ্ঠান শোনা যায় শর্টওয়েয়ের ৪১ মিটার ব্যান্ডে ৭২৮৫ কিলোহার্টজে এবং ৩১ মিটার ব্যান্ডে ৯৬১৫ কিলোহার্টজে (৩১ অক্টোবর ২০০৪-২৬ মার্চ ২০০৫)। এছাড়া অনুষ্ঠান শোনা যায় এশিয়া স্যাট ও ইন্টেল স্যাট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই জার্মানি বাংলাদেশের অত্যন্ত বন্ধু প্রমিত রাষ্ট্র। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ অনান্য ক্ষেত্রেও উভয় দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত সব সময়ই অত্যন্ত দৃঢ়। ত্রিশ বছর ধরে ডয়চে ভেলে বাংলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই ভিতকে মজবুত করার পাশাপাশি জার্মানির সঙ্গে বাংলাদেশী শ্রোতাদের জন্য রচনা করেছে সুসম্পর্কের সেতুবন্ধ। ২০০৫-এর ১৫ এপ্রিল ডয়চে ভেলের বাংলা সার্ভিস ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে। হিন্দি আর উর্দু সার্ভিস ৪০ বছর পূর্ণ করার পরপরই এলো এই উপলক্ষে। বাংলা বিভাগের ৩০ বছর পূর্তিতে ডয়চে ভেলেকে স্বাগত জানাই শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে, যারা তিন দশক ধরে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এ অনুষ্ঠানে জন্য।

**মোঃ জুয়েল বিশ্বাস, সভাপতি,**
**'গুলশান রেডিও লিসনার্স ক্লাব**
**গুলশানপাড়া, চুয়াডাঙ্গা**

## বর্জন করুন...

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য যে মারাত্মক ক্ষতিকর- অবশেষে সে ধারণাটির পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই সরকারকে ধন্যবাদ। ধূমপান নিষিদ্ধ হলে কি হবে- এখনো পথেঘাটে, স্কুল-কলেজে, অফিসে, বাসে, রিকশায় ধূমপান করতে দেখা যায়। আমরা পাঠকরা সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে পুনরায় প্রচার করতে চাই ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮ হাজার কোটি টাকার সিগারেট পুড়ছে যা দিয়ে প্রতি বছর যমুনা সেতুর মতো দুইটি সেতু তৈরি করা যাবে।
বিশ্ব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হিসাবে ১ হাজার টন তামাক উৎপাদনে ১ হাজার জন মানুষের মৃত্যু হয়।
অধিকাংশ ধূমপায়ীরা জানে না যে, নিয়মিত ধূমপানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের হার্টের কি পরিমাণ ক্ষতি করেন। বাংলাদেশে ১৪ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ২ লাখ লোক ধূমপান করেন। প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ লাখ লোক মারা যায় ধূমপানের কারণে। ধূমপানকে বলা হয় মাদকাসক্তির প্রথম ধাপ।

## কেন আমরা চুপ করে আছি

আমার সামনে এক ট্রাফিক পুলিশ বাসের ড্রাইভারের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছে মামলা দায়ের করার ভয় দেখিয়ে! আমি তাকিয়ে দেখছি। আমার পাশের বাসার আঙ্কেল ১০ হাজার টাকা বেতন পেয়ে ২৫ হাজার টাকায় ভাড়া থাকেন। তিনি এ নিয়ে গর্ব করেন। আমি চুপ করে শুনি। সবার সামনে রাজনীতিবিদরা ভন্ডামি করেন। আমরা কিছু বলতে পারি না। কিন্তু কেন? কেন আমি ট্রাফিক পুলিশটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না? কেন পাশের বাসার আঙ্কেলকে চুপ করতে বলি না? কেন মুখ বুজে রাজনৈতিক ভন্ডামি সহ্য করতে হয়? আমি প্রতিবাদ করতে চাই। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পাই না। কখনো বা সাহস পেলেও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাই না। কখনো পারিপার্শ্বিকতা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে না। আমরা নতুন প্রজন্ম না হয় প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ পূর্ব পুরুষরাও কেন চুপ করে থাকছেন। নাকি তারাও আমাদের মতো ভাষাহীনতায় ভুগছেন!

**সাইফ পরাগ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, saief14@yahoo.com**

সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে ধূমপাণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই। পাঠকগণ ভেবে দেখবেন কি?

**বেঞ্জু, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫**

## সুনীতির কথা

দেশে আজ বসেছে দুর্নীতির প্রকাশ্য হাট। সবাই বলছে দুর্নীতির কথা, দুর্নীতি দমনের কথা। অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ডুবছে মানুষ, আমাদের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। যারা সৎ জীবন যাপন করতে চায়। দেশের সাধারণ সৎ মানুষ আজ জিম্মি দুর্নীতিবাজদের কাছে। দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের থাবা থেকে কি পরিত্রাণের মুক্তির কোনো পথ নেই? একজন ড. ইউনূস কি পারবেন বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। আসুন না আমরা যারা সুস্থ দেশ ভাবনায় উৎকণ্ঠিত তারা এক হয়ে আরেকবার যুদ্ধে নামি! নূরুলদীনের মতো সবলকণ্ঠে বলি-জাগো বাহে কোনঠে সবাই... কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। প্রতিটি পরিবারের দুর্নীতিবাজদের ঘৃণা করা শুরু করি, প্রবল প্রতিরোধ, প্রতিবাদ গড়ে তুলি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে। আসুন বিবেককে জাগ্রত করি, সুনীতির কথা বলি। সৎ চিন্তা আর কর্মের মাধ্যমেই পারবো আমাদের দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে।

**আজহারউদ্দিন, মোহসীন, সেলিম, মেঘশিমুল, মানিকগঞ্জ**

## আমাদের ফুটবল

এক সময় মাত্র ৯০ মিনিটের একটি ম্যাচ দেখার জন্য আমরা সিলেট থেকে ছুটে যেতাম ঢাকায়। ১৯৮৭-৯০ সালে ফুটবল এমনভাবে আকর্ষণ করতো যে, অনেক সময় দেখা যেত ঢাকা গেছি শুধু এই ৯০ মিনিটের প্রয়োজনে। অথচ টিকিট না পেয়ে মাঠে বসে খেলা দেখা হয়নি। বাধ্য হয়ে টিভি সেটে বসে খেলা দেখতে হয়েছে। যাদের টানে ছুটে যেতাম সেই আসলাম, জনি, সাব্বির, রূপু, আবুল, বাবুল, মোহসিন, মুন্না, কায়সার, রুমি, ইলিয়াস, জোসি, বাদল রায়, এমিলি, কানন- তারা যেন সবাই আজ নীরব। অনেকে বাস্তবতার কাছে হার মেনে অন্য পেশায় জড়িত। এখন ফুটবল আর আগের মতো টানতে পারে না কাউকে। এর প্রধান কারণ আমাদের 'মুরব্বি'। তাদের অযোগ্যতার জন্য আজ কোনো মুন্নার জন্ম হয় না। আজ আর মোহসিন বা কাননের টানে কেউ মাঠে যায় না। বাফুফের কর্মকর্তারা ছুটে চলেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে খেলা দেখতে। বিদেশ ভ্রমণের উপলক্ষ তৈরি করতে কষ্ট হয় না তাদের। তারা যতদিন বিদেশ ভ্রমণ করেছেন হয়তো ততদিন ফেডারেশনেও আসেননি। দেশের ফুটবল নিয়ে ভাবার সময় কোথায় তাদের? এই 'মুরব্বিদের' হাত থেকে কি মুক্তি পাবে না আমাদের ফুটবল? আমরা কি আবার মাঠে বসে খেলা দেখতে পারবো?

**রফিকুল ইসলাম মাহী**
**পশ্চিম চৌকিদেঠী, সিলেট**

দৃষ্টি আকর্ষণ

# ফ্লাইওভার যখন বিনোদন কেন্দ্র

শুক্রবারে খিলগাঁও গিয়েছিলাম একটি কাজে। ভাবলাম খিলগাঁওয়ের ফ্লাইওভারটি দেখা হয়নি, আজ দেখবো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ফ্লাইওভারটির সামনে গিয়ে দেখি এটি ফ্লাইওভার নাকি কোনো পার্ক তা নিয়ে আমি সামান্য দ্বিধায় পড়ে গেলাম। শত শত লোক, কেউ বসে বাদাম খাচ্ছে, কেউ গোল হয়ে আড্ডা দিচ্ছে, কার্ড খেলছে, বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে। যানবাহন ইতিমধ্যে ওপর দিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমি দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, প্রতি শুক্রবার লোকজনের এমন মিলনমেলা দেখা যায় এখানে। কেবল আশপাশে নয়, দূর-দূরান্ত থেকে লোক এখানে আসে ঘুরতে, বসে অবসর সময় কাটাতে। এর কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা খুঁজতে যাই দেখবো, আমাদের ঢাকাবাসী অনেক দিন থেকে বিনোদনের অভাবে ভুগছে। তাই কম খরচে যেখানে গেলে দু'দন্ড শান্তিতে থাকবে সেখানে ছুটে যায়। ঢাকার অদূরে আশুলিয়ায় অনেক বিনোদন স্পট হয়েছে যেমন- ফেন্টাসি কিংডম, নন্দন পার্ক ইত্যাদি। কিন্তু এ পার্কগুলো সাধারণ জনগণের জন্য কতোটা বিনোদনের সুযোগ দিয়ে থাকে। একে তো এই বিনোদন স্পটগুলো ঢাকা থেকে বেশ দূরে, তার পর একজন লোক ঘুরতে গেলে প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যায় যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আগে মানুষ বিনোদনের জন্য জিয়া উদ্যান, বোটানিকেল গার্ডেন ইত্যাদি জায়গায় যেতো কিন্তু সেখানে এখন আর সেই পরিবেশ নেই, মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকদের বিনোদনের জন্য ঢাকার ভেতরেই কিছু করা উচিত, না হয় এ ধরনের ফ্লাইওভারের মতো বিপজ্জনক রাস্তাগুলো তাদের ভ্রমণের জায়গা হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া এতে করে অ্যাক্সিডেন্টও ঘটতে পারে এবং গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখলে অন্যান্য রাস্তায় জ্যাম হয়ে যেতে পারে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন নিশ্চয়ই।

**ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা**

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
**ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০**

## বিদিশা নাটক

বিদিশার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কিছু পত্রপত্রিকা বিষয়টিকে বাণিজ্যিক ইস্যুতে পরিণত করেছে। জানা যায়, মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিদিশার বিয়ে হয়। ইউরোপেই কাটে তার জীবনের বড় একটি সময়। ফ্যাশন ডিজাইনার বিদিশা নিজেও ছিলেন ফ্যাশনেবল। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে বাইরের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোই স্বাভাবিক।

কিছু পত্রপত্রিকা বিদিশার ইমেজকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য খোলামেলা পোশাকের ছবি ছাপাচ্ছে। সেই সব পত্রপত্রিকার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছি, যারা পরিকল্পিতভাবে একজন মানুষের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়। সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয় বলতে চাই, সি-বিচে কেউ হাত-মোজা, পা-মোজা পরে যায় না। যদি কেউ গিয়ে থাকে তাহলে সেটাই অশ্লীলতা। পরিবেশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণতা।

**রহিমা হোসেন, নবোদয় হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা**

## ডাক্তারদের ভূমিকা

বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবায় আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কেননা, যতই দিন যাচ্ছে চিকিৎসা সেবা দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন অধিক ব্যয়, ঝক্কি-ঝামেলা ইত্যাদি কারণে নিম্নবিত্তরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। ফলে দেখা যায় তাদের পীর-ফকির, তাবিজ-কবজ, পানি পড়া ইত্যাদির ওপর এখনো নির্ভর করতে হচ্ছে। এতে করে সমাজে বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের জীবন যাপনে কুসংস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সময় এসেছে চিকিৎসা সেবা জনগণের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার। যদি ডাক্তাররা সেবাকে মহান ব্রত মনে করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের এসব অসহায় মানুষের সুষ্ঠু চিকিৎসা সেবা দিতে পারেন, তাহলে সত্যিকার অর্থে সেবার মান বজায় থাকবে। সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসবে।

**নিজাম ফারুকী দুঃখু, আকানগর বাঙ্গারামপুর, বি.বাড়িয়া**

# উদ্বাস্তু অধিকার সংরক্ষণ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঘরবাড়ি হারিয়েও অনেকে এ কাতারে শামিল হচ্ছে। তারা বিশ্বব্যাপী মানবেতর জীবন-যাপন করছে। ২০০২ সালের হিসাবমতে প্রায় ১২ মিলিয়ন উদ্বাস্তু স্থবির জীবন যাপন করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো যেখানে তাদের স্থায়ী নাগরিকদের জীবনমান সংরক্ষণ করতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে তারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অনেক রাষ্ট্র উদ্বাস্তুদের তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ২০ জুন 'বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস' পালিত হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তাদের মানবাধিকারের বিষয়টি রয়ে গেছে উপেক্ষিত। মানবাধিকার কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন তারা তাদের মৌলিক অধিকারের দাবিদার। এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। উদ্বাস্তু সমস্যাকে সাধারণ সমস্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে একে বিশ্ব মানবতার সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে।

**সাইফুর রহমান বুলু, আটবিল (ওকড়াবাড়ী), লালমনিরহাট**

# এরশাদীয় লাম্পট্য ও বিচার বিভাগ

এরশাদীয় লাম্পট্যের সর্বশেষ (আপাতত) শিকার হলেন বিদিশা। এরশাদের তথাকথিত মামলাগুলোর ধারা জামিনযোগ্য না হলেও সার্বিক বিবেচনায় বিদিশার জামিন পাওয়া উচিত ছিল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। জামিন সংক্রান্ত সিআরপিসি-এর ৪৯৭ (১) ধারায় বলা হচ্ছে, মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডযোগ্য অপরাধের আসামি মহিলা, শিশু বা অসুস্থ ব্যক্তি হলে জামিন দেয়া যাবে।

এখন যেহেতু দায়রা জজ মহোদয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আটকাদেশ রদ করে বিদিশাকে জামিন দিয়েছেন তখন আমরা স্বভাবতই প্রশ্ন করতে পারি, একেবারেই সাধারণ অপরাধের মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কেন বিদিশা জামিন পেল না? আমাদের প্রথমেই জানতে হবে বাংলাদেশে ম্যাজিস্ট্রেট কারা নিযুক্ত হন- বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত যে সমস্ত কর্মকর্তা 'সহকারী কমিশনার' নামীয় পদে ডেপুটি কমিশনার অফিসে কর্মরত থাকেন বাংলাদেশে তাদেরই ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বানিয়ে বিচার করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা নানা ধরনের প্রশাসনিক কর্মের পাশাপাশি যখন বিচার করতে বসেন তখন তারা হন 'ম্যাজিস্ট্রেট'। এই সহকারী কমিশনার কাম ম্যাজিস্ট্রেটগণের এসিআর লিখে থাকেন ডিসি সাহেব। সহকারী কমিশনারগণ ডিসি সাহেবের কড়া অনুশাসনে থেকে চাকরি করেন। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় বসেই ডেপুটি সেক্রেটারিগণের মধ্য থেকে পছন্দসই ব্যক্তি বেছে নিয়ে জেলাগুলোর ডিসি'র দায়িত্বে বসিয়ে থাকে। সরকার পরিচালনাকারী রাজনৈতিক দলের হুকুম বিনা প্রশ্নে তামিলকরণই হলো একজন ডিসির মুখ্য কর্ম। কার্যক্ষেত্রে ডিসি সাহেব আবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তুচ্ছ মামলায় বিদিশার জামিন না পাওয়ার কারণটি এখানেই নিহিত ছিল। আর এ কারণেই বাংলাদেশের কোনো সরকারই প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের ওপর ন্যস্ত থাকা বিচারিক ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিয়ে বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত করতে মোটেই রাজি হয় না।

আনিস উল হক
আইনজীবী সমিতি, নীলফামারী
ই-মেইল ashurkhai@cellemail.net

# তাপদাহ নয়, দাবদাহ!

১৭ জুন '০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার একটি চিঠি (পৃ. ৮) এবং ২০০০-এর ফটোফিচারে (পৃ.৩৫) 'তাপদাহ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে যা অশুদ্ধ। 'তাপদাহ' বলে কোনো শব্দ বাংলা অভিধানে নেই। শুদ্ধ কথাটি হবে 'দাবদাহ' (উচ্চারণ : দাবোদাহো)। প্রকাশিত চিঠিতে ভুল শব্দ ব্যবহারের জন্য দুঃখিত। এ রকম ভুল আমরা অহরহ করে যাচ্ছি।

রুহুল আমিন জিএম
রথপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া